দৈনিক খবর

তারিখ ... 11 OCT 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৬ ...

37

প্রসঙ্গঃ গার্হস্থ্য অর্থনীতির পরীক্ষার তারিখ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের এমএসসি চূড়ান্ত পরীক্ষার তারিখ আগামী ২৯শে অক্টোবর (১৯৯১) অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। কিন্তু আমাদের ক্লাস ২১শে আগস্ট শেষ হয়েছে। ব্যবহারিক ক্লাসগুলো শুরু হবে এইচএসসি পরীক্ষার বন্ধের পর।

কলেজগুলোতে সাধারণতঃ এইচএসসি, বিএসসি পরীক্ষা ও রমজান উপলক্ষে দীর্ঘদিন ছুটি থাকে। এছাড়া অনির্ধারিত ছুটিতো আছেই। এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসের পাশাপাশি ক্লাস ঠিকমত হয়ে যায়। কলেজগুলোতে সম্মান পরীক্ষা দিয়ে ফল প্রকাশের আশায় বসে থাকতে হয়। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ফল প্রকাশের আগেই এমএসসি ক্লাস শুরু হয়ে যায়। এর ফলে কলেজগুলো পড়াশুনায় পিছিয়ে পড়ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে পরীক্ষার তারিখ পড়ায় তড়িঘড়ি করে আমাদের সিলেবাস শেষ করা হচ্ছে। এ জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দোষ দেয়া যায় না। তারা যথাসাধ্য চেষ্টা করেন কোর্স শেষ করতে। কিন্তু আমাদের ওপর অত্যধিক চাপ পড়ে যায়। যে কোন পরীক্ষায় অন্ততঃ দুই মাস সময় দেয়া হয় পরীক্ষা প্রস্তুতির জন্য। কিন্তু আমরা ব্যবহারিক বাদে সময় পাচ্ছি মাত্র ১ মাস ৭ দিন। এই অল্প সময়ের মধ্যে একজন এমএসসি পরীক্ষার্থীর পক্ষে সুষ্ঠুভাবে প্রস্তুতি নেয়া সম্ভব নয়। আমাদের জানা মতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৮৮ সনের এমএসসি ভূগোল বিভাগসহ অন্যান্য বিভাগের ক্লাস শেষ হয়েছে মার্চ থেকে এপ্রিল মাসের মধ্যে। তাদের পরীক্ষা যদি হয় ২২শে অক্টোবর তাহলে তারা সময় পাচ্ছে প্রায় ৫ মাস। অথচ কলেজগুলো ২ মাস সময়ও পাচ্ছে না। সম্ভবতঃ সব কলেজের এই একই অবস্থা।

উল্লেখিত বিভিন্ন সমস্যা বিবেচনা করে ১৯৮৮ সনের গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিভাগের এমএসসি পরীক্ষা অন্ততঃ এক মাস পিছিয়ে দেয়া দরকার মনে করি। সঠিক সময়ে পরীক্ষা গ্রহণ অবশ্যই সকল ছাত্র-ছাত্রীর কাম্য। তবে সারা বছর সময়ের অপচয় হলে, সিলেবাস শেষ না হলে সঠিক সময়ে পরীক্ষা দেয়া কোন ছাত্র-ছাত্রীর পক্ষেই সম্ভব নয়। সঠিক সময়ে পরীক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি সঠিক সময়ে ক্লাস শুরু ও শেষ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার। তা না হলে স্বভাবতঃই দাবী উঠবে পরীক্ষা পিছানোর। আমরা ১৯৮৭ সালের পরীক্ষা ১৯৮৯ সালে দিয়েছি। এই যে সময়ের অপচয় এর জন্য কি শুধু ছাত্র-ছাত্রীরা দায়ী? পরীক্ষার ফল প্রকাশে বিলম্বের জন্যও কি দায়ী আমরা ছাত্র-ছাত্রীরা?

আমরা এই সবকিছুর একটা সুষ্ঠু সমাধান আশা করছি।

গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের
ছাত্রীবৃন্দ
আজিমপুর, ঢাকা।